52

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 17 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার দাবীতে খুলনা ভার্সিটি ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস বর্জন ও অবরোধ

খুলনা ব্যুরো ঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যায়ের খানজাহান আলী হলসহ ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রচেষ্টাকারী কতিপয় ছাত্র ও তাদের সহযোগী বহিরাগত সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে গত ১৫মে এক দফা ক্লাস বর্জন, সমাবেশ ও সড়ক অবরোধ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার সরদার আবদুর রাজ্জাকের হস্তক্ষেপে ছাত্র-ছাত্রীদের সড়ক

১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

খুলনা ভার্সিটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অবরোধ প্রত্যাহার করে আলোচনায় বসে। সন্ত্রাসী ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার, গ্রেফতার ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ক্যাম্পাস ও হলসহ সর্বত্র সাধার ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট তারা জোর দাবী জানায়।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ঘটনা অবহিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পুলিশ প্রশাসনের প্রতি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়েছেন বলে জানা গেছে।

খানজাহান আলী হলের কতিপয় ছাত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন, সমাবেশ ও অবরোধকালে জানান যে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিধান চন্দ্র সাহা ও রানাসহ ৪/৫ জন ছাত্র দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পাস ও এলাকায় সন্ত্রাসের সাথে জড়িত।

প্রসঙ্গক্রমে তারা গত ১২ মে খুলনা শহরের ঈগল বাস কাউন্টারের সন্নিকটে খানজাহান আলী হলের ছাত্র ওয়াহিদ ও তার বন্ধুকে মারধর করার কথা উল্লেখ করে বলে যে, এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানানো হলে বিধান, রানা ক্ষিপ্ত হয়ে ভয়ভীতি দেখায়।

তারা আরো জানায়, পর দিন হলের প্রভোস্ট ডঃ সাইফুদ্দিন শাহ ঘটনাসমূহ অবহিত হয়ে বিধান ও রানার হলের সিট সাময়িকভাবে বাতিলের নির্দেশ দেন ও আরো কয়েকজনকে সতর্ক করে দেন। এরপরও ক্যাম্পাসে ও হলে তারা ভয়ভীতি ও হুমকি দিতে থাকে। কতিপয় শিক্ষককেও তারা হুমকি দিয়েছে বলে অসমর্থিত সূত্রে জানা গেছে।

এসব ঘটনার প্রতিবাদে ১৫ মে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন, সমাবেশ ও শান্তিপূর্ণভাবে খুলনা-আতক্ষীরা মহাসড়ক অবরোধ করে।